আলোকিত বাংলাদেশ
Date:27-10-2014 Page 4, Col 1-2 Size:10 Col*Inc

নারীর অবদান স্বীকৃত হোক

আবহমানকাল থেকে নারীর শ্রম অবমূল্যায়িত। তাই শ্রমের মূল্য অপরিশোধিত। সহজেই অনুধাবনযোগ্য এ সত্যটিই বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন পরিচালিত যৌথ গবেষণা 'জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান নিরূপণ : বাংলাদেশের প্রেক্ষিত' শীর্ষক জরিপে প্রতিফলিত হয়েছে। জরিপে এসেছে, নারীরা সমবয়সী একজন পুরষের চেয়ে তিনগুণ কাজ করে। অধিকন্তু নারীদের ১২.১টি কাজ জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। দেশের অর্থনীতিতে নারীর এসব অ-অর্থনৈতিক (নন-ইকোনমিক) অবদানের কাজকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য এর আর্থিক মূল্য বের করে জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার অনিবার্যতা তুলে ধরেছে সংস্থাটি।

আমাদের জনসম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী। কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি খাতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও প্রশ্নবিদ্ধ। প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেই নারীর অধিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। এগুলো বেশিরভাগই অ-অর্থনৈতিক বলে বিবেচিত। স্বভাবতই জিডিপিতে নারীর অবদান অমূল্যায়িত থেকে যায়। তাই নারীর শ্রমকে জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে জিডিপি নির্ণয় করার দাবি নিঃসন্দেহে যৌক্তিক। একইসঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে নারীদের কীভাবে আরও বেশি মাত্রায় সম্পৃক্ত করা যায়, সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই তা নিরূপণ জরুরি।

আমরা চাই, নারীর স্বীকৃতিহীন অবদানকে জাতীয় অর্থনীতিতে স্বীকৃত করার ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা ও বিদ্যমান নীতিমালার বিচ্যুতি দূর করা হোক। কর্মক্ষেত্রে যথাযথ নজরদারির মাধ্যমে নারীর সমমর্যাদা ও সুষম সম্মানী নিশ্চিত করতে হবে। তবে অধিক জরুরি হলো, নারীকে ঘিরে সমাজের প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

প্রথম আলো
Date:28-10-2014 Page 10, Col 1-2 Size: 10 col*inc

অর্থনীতিতে নারীর অবদান

বিপুল ভূমিকার প্রতিফলন নারীর জীবনেও ঘটুক

'বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সত্য যখন অর্থনীতির গবেষণায় প্রতিফলিত হয়, তখন বিস্মিত হতে হয় বৈকি!

সম্প্রতি উন্নয়ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) একটি গবেষণা দেখাচ্ছে: দেশের মোট দেশজ জাতীয় উৎপাদনের কাছাকাছি নারীর অবদান! অথচ এখনো সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীরাই সবচেয়ে বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এই সত্যের প্রতিফলন পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে আসতে তাই আর কত দেরি পাঞ্জেরী!

দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালেই সিপিডির গবেষণার বাস্তবতা স্পষ্ট হয়। পরিবার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের একক। সেই পরিবারের প্রজনন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যাসহ সংসার ও আবাসকে গতিশীল রাখার মূল কাজটি করেন নারী, যিনি কন্যা, জায়া অথবা জননী। পরিবার না চললে পরিবারের সদস্যদের কাজকর্ম ও জীবনযাপন অসম্ভব হতো। নারীর এই নীরব অবদানের অর্থমূল্য ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা; যা গত বছরের মোট জিডিপির ৭৮.৮ শতাংশ। এ গবেষণা থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, অর্থনীতি তথা সামগ্রিকভাবে সমাজে নারীর নীরব অবদানকে অন্তর্ভুক্ত করার মতো অর্থনৈতিক পদ্ধতির গুরুতর সংকট রয়েছে।

গবেষণায় আরও দেখানো হয়েছে যে প্রতিদিন একজন নারী গড়ে একজন পুরুষের তুলনায় প্রায় তিন গুণ সময় এমন কাজ করেন, যা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং অর্থ রোজগারের জোরে পুরুষ যে ক্ষমতা চর্চা করেন, তা কতটা যুক্তিসংগত? নারীর অবদান অস্বীকারের ওপরই তো পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল!

জাতীয় অর্থনীতিতে নারী সরাসরি যে শ্রম ও উদ্যোগ যুক্ত করেন, তার জন্য পোশাকশ্রমিক, খুদে নারী উদ্যোক্তাসহ অন্যরা অভিনন্দিত হন। কিন্তু সাংসারিক কাজের মাধ্যমে তাঁরা যে অবদান রাখেন, তার স্বীকৃতি ও প্রতিদানও প্রয়োজন। যুগ বদলাচ্ছে, নারীর অবস্থার উন্নতি ও পূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অর্থনীতিতে, আইন কাঠামোয়, রাজনীতি ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অবদানের প্রতিদান থাকা উচিত। শিক্ষার মতোই একে সমাজ বিকাশের বিনিয়োগ ভাবা উচিত। এতে করে নারী-পুরুষের মিলিত সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে বৈ কমবে না।

যুগান্তর
Date: 28-10-2014 Page 05, Col 1-4 Size: 50 col* inc

নারীর কাজের আর্থিক স্বীকৃতি : সমস্যার চিত্র

রুদ্ধদ্বার-মুক্তপ্রাণ

ড. মাহবুব উল্লাহ্

ছাত্রছাত্রীদের সামষ্টিক অর্থনীতি বা ম্যাক্রো ইকোনমিকস বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে জাতীয় আয় পরিমাপ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। জাতীয় আয়ের অধ্যায়ে জিডিপি বা Gross domestic product-এর যে সংজ্ঞা দেয়া আছে তা হল-- একটি দেশে কোনো নির্দিষ্ট বছরে যে পরিমাণ পণ্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার মূল্যই হল সে দেশের জিডিপি। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয় করে অর্থনীতিবিদরা সিদ্ধান্তে আসেন একটি দেশ সমৃদ্ধির পথে কতটুকু এগিয়েছে অথবা কতটুকু স্থবির হয়ে আছে। এদিক থেকে জিডিপি অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তবে এ সূচক নিয়েও প্রশ্ন আছে। মোট জিডিপি বা দেশজ উৎপাদন দেশের জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হচ্ছে সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মাথাপিছু জিডিপি চয়ন করলে বোঝা যায় না বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের অবস্থা কী? এজন্য গড় জিডিপির হিসাব বা মাথাপিছু আয়ের হিসাব বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। অর্থনীতি শাস্ত্রে তত্ত্ব নির্মাণের সুবিধার্থে ধরে নেয়া হয় টাকার প্রান্তিক উপযোগ (utility) সবার জন্য সমান। এ পূর্ব ধারণাটিও বিভ্রান্তিকর। কারণ যার আয় মাসিক পাঁচ লাখ টাকা তার আয় যদি মাসে পাঁচশ' টাকা বৃদ্ধি পায়, তাহলে সে ব্যক্তির কাছে এটি অত্যন্ত নগণ্য বৃদ্ধি বলে বিবেচিত হবে। আবার অন্যদিকে যে ব্যক্তির মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা, তারও যদি মাসিক আয় পাঁচশ' টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই ব্যক্তির কাছে মনে হবে আয়ের এ বৃদ্ধি তার খুব কাজে আসবে। এসব কারণে গড় আয় এবং আয়ের প্রান্তিক বৃদ্ধি সব শ্রেণীর মানুষের জন্য সমান তাৎপর্য বহন করে না। গড় নিয়ে পরিসংখ্যান শাস্ত্রে একটি মজার দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তটি হল, একটি হাতি ও একটি পিপিলিকার গড় ওজন কত? স্বাভাবিকভাবেই হাতির ওজন গড়কে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করবে। সমাজেও হাতিতুল্য ওজনের মানুষ আছে। অর্থাৎ যাদের আয় বিশাল অংকের। আবার পিপিলিকাতুল্য মানুষও আছে। যাদের আয় প্রায় হিসাবযোগ্য নয় বলা চলে।

আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা যারা স্যামুয়েলসন ও নরঢাস রচিত অর্থনীতির পাঠ্য বইটি ব্যবহার করে, তারা এ বইয়ের জাতীয় আয় নির্ণয়ের অধ্যায়ে একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের কথা পড়ে। দৃষ্টান্তটি হল, এক ব্যক্তি তার বাগানের কাজ করার জন্য একজন মহিলাকে নিয়োগ দিয়েছিল। এজন্য মহিলাটি ওই লোকটির কাছ থেকে ডলারে সাপ্তাহিক মজুরি পেত। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে এ দু'জনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় এবং লোকটি মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে। বিয়ের পর মহিলাটি বাগান পরিচর্যা করার জন্য তার স্বামীর কাছ থেকে আর কোনো রকম মজুরি নিচ্ছে না। ফলটি তাহলে কী দাঁড়াল? মহিলাটি নিয়োজিত কর্মচারী হিসেবে যে মজুরি পেত সেই মজুরি জিডিপিতে যোগ হতো। কিন্তু বিয়ের পর সে মজুরিও পায় না এবং তার ফলে জিডিপিতে কিছু যোগ হয় না। এ পরিস্থিতিতে জিডিপির অবমূল্যায়ন ঘটে।

পণ্য ও সেবা সামগ্রী বিনিময়ে বাজারব্যবস্থার গুরুত্ব পৃথিবীর সব দেশে সমমাত্রায় নেই। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাজার সম্পর্ক প্রায় সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। সেসব দেশেও নারীদের গৃহস্থালির কর্মকাণ্ড বাজারভুক্ত নয়। অন্যদিকে অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে আত্মপোষণশীল কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। সেসব দেশে বাজার ব্যবস্থা খুব কমই বিকশিত। জিডিপি পরিমাপ করতে হলে বিদ্যমান বাজারদর বিবেচনায় নিতে হয়। কিন্তু বাজার ব্যবস্থা যদি অবিকশিত কিংবা নামমাত্র বিকশিত হয়, তাহলে সঠিক বাজারদরটি নির্ণয় করা প্রায় অসাধ্য একটি বিষয়। বাজারদর বাজার অর্থনীতিতে নির্ধারিত হয় বাজারে বিদ্যমান চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। যেখানে বাজার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, সেখানে এ মিথস্ক্রিয়া কীভাবে ঘটবে আর কীভাবেই বা আমরা জানতে পারব সঠিক বাজার মূল্যটি কী? পোল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ উইটোল্ড কুলা তার 'ইকোনমিক থিওরি অব ফিউডালিজম' গ্রন্থে এ সমস্যাটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। বাজারে একটি পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা আছে, কিন্তু বাজার অবিকশিত হওয়ার ফলে সে পরিমাণ পণ্য বাজারে আসছে না, অন্যদিকে উৎপাদনকারীরাও মানুষের প্রয়োজনে কাম্য পরিমাণ উৎপাদন করছে, কিন্তু তাও বাজারে আসতে পারছে না ওই একই কারণে। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান বাজারে যে দাম পরিলক্ষিত হয়, সেটি ওই পণ্যের সঠিক দুষ্প্রাপ্যতার চিত্র তুলে ধরে না। এ ক্ষেত্রে যদি বাজারে না আসা পণ্যের দাম বাজারে আসা পণ্যের দাম দিয়ে নির্ধারণ করা হয় তাহলে সেটি কখনোই উৎপাদন মূল্যের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে না। আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের পাঠদানের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার বিদ্যমানতাকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নেয়া হয় বলে অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান বাজারদরের ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের যে পরিসংখ্যান নির্ণয় করা হয়, সেটা কোনোক্রমেই অর্থনীতির সঠিক চিত্র তুলে ধরে না। এই সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে অর্থনীতি শাস্ত্রকে আরও অনেক অগ্রসর হতে হবে। ছায়ামূল্য বলে অর্থনীতি শাস্ত্রে একটি ধারণা প্রচলিত আছে। এ ধারণাটি কতটুকু কার্যকর সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ আছে। বাস্তব পরিস্থিতিতে ছায়ামূল্য নির্ধারণের কাজটিও অত্যন্ত জটিল।

অতি সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে নারী ঘরে করেন এমন কাজের আর্থিক মূল্য গত অর্থবছরে দেশের জিডিপির ৭৬.৯ শতাংশের সমান। চলতি মূল্যে টাকার অংকে তা ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা। স্থায়ী মূল্যে এটা ৫,৯৪,৮৪৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাথমিক হিসাবে, ওই বছর চলতি মূল্যে জিডিপির আকার ছিল ১৩,৫০,৯২০ কোটি টাকা। মজুরি দেয়া হয় না বা স্বীকৃতি নেই গৃহস্থালির এমন কাজের অন্যতম হল রান্না, বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবারের সদস্যদের পরিচর্যা ও সহায়তা করা। এসব কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করাতে যত ব্যয় হতো, সেই হিসাবে এর আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিকে বলা হয় প্রতিস্থাপন পদ্ধতি। ইংরেজিতে বলা হয় Imputation of prices। তবে মজুরি না পাওয়ায় জাতীয় আয়ে নারীর এ ধরনের কাজের আর্থিক প্রতিফলন ঘটে না। গ্রহণযোগ্য মূল্য পদ্ধতি ব্যবহার করে নারীর এ ধরনের কাজের আর্থিক মূল্য নির্ধারণের আরেকটি হিসাবে দেখা গেছে, জাতীয় আয়ের বাইরে রয়ে গেছে, এমন কাজের আর্থিক মূল্য ৮৭.২ শতাংশের সমান। গত অর্থবছরে নারীর এমন কাজের আর্থিক মূল্য প্রায় ১১,৭৮,০০২ কোটি টাকা। স্থায়ী মূল্যে এটা ৬,৭৫,৩৯৮ কোটি টাকা। নারীরা যে কাজ করে কোনো মজুরি পান না, এমন কাজ করাতে চাইলে একজন লোক যে মজুরি দিতেন, সেই পদ্ধতি ব্যবহার করে এ হিসাব করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে পরিবারের সদস্যদের পরিচর্যা ও সহায়তার মতো বিষয়গুলোকে যুক্ত করা হয়। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

> এ গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল মজুরিহীন কাজে সম্পৃক্ত নারীদের তিন-চতুর্থাংশই মজুরি পাওয়া যাবে এমন কাজ করতে চান না। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি বিস্ময়কর মনে হলেও এটাই হল সামাজিক বাস্তবতা। প্রথম কথা হল গৃহস্থালির কাজের জন্য নারী যে মজুরি দাবি করতে পারে সেটা প্রদান করার সক্ষমতা কত শতাংশ পরিবারের আছে?

গবেষণায় বলা হয়েছে, একজন নারী প্রতিদিন গড়ে একজন পুরুষের তুলনায় প্রায় তিনগুণ সময় এমন কাজ করেন, যা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। একজন নারী এমন কাজ করেন প্রতিদিন গড়ে ৭.৭ ঘণ্টা। আর পুরুষ্ করেন মাত্র আড়াই ঘণ্টা। একজন নারী গড়ে ১২.১টি কাজ করেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে এ কাজের গড় সংখ্যা ২.৭। জাতীয় আয়ে নারীর যে পরিমাণ কাজের স্বীকৃতি আছে, তার চেয়ে ২.৫ থেকে ২.৯ গুণ কাজের স্বীকৃতি নেই। গবেষণার ফলাফলে আরও বলা হয়েছে, মজুরিহীন কাজে সম্পৃক্ত নারীদের তিন-চতুর্থাংশই মজুরি পাওয়া যাবে এমন কাজ করতে চান না। শহরে এমন নারীর হার ৮৭.১৭ শতাংশ, গ্রামে ৭১.১১ শতাংশ। মজুরি নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী নন এমন নারীদের ৬০ শতাংশই বলেছেন, তাদের পরিবার চায় না তারা বাইরে কাজ করুক। ওই নারীদের কাজ করতে না চাওয়ার অন্য কারণ হল পরিবারকে অধিক সময় দিতে চান, পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেয়ার কেউ নেই, উপযুক্ত কাজ পাচ্ছেন না, অসুস্থতা, অর্থের প্রয়োজন নেই এবং পারিবারিক ব্যবসায় সম্পৃক্ততা।

এ গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল মজুরিহীন কাজে সম্পৃক্ত নারীদের তিন-চতুর্থাংশই মজুরি পাওয়া যাবে এমন কাজ করতে চান না। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি বিস্ময়কর মনে হলেও এটাই হল সামাজিক বাস্তবতা। প্রথম কথা হল গৃহস্থালির কাজের জন্য নারী যে মজুরি দাবি করতে পারে সেটা প্রদান করার সক্ষমতা কত শতাংশ পরিবারের আছে? অর্থনীতিবিদ হেনরি বার্নেসটাইন তার Notes on capital and peasantry প্রবন্ধে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণার অবতারণা করেছেন। ধারণাটি হল Simple Reproduction sqeeze. মোটা দাগে এ ধারণাটি থেকে আমরা বুঝতে পারি অনুন্নত গরিব দেশে যেখানে বাজার অবিকশিত, সেখানে গরিব মানুষরা নিজের কাজ নিজে করে তাদের জীবনকে প্রতিদিন পুনর্জীবিত করে। এটাই তাদের জীবনযাত্রার ধরন। নারীরা এসব দেশে গৃহস্থালির যেসব কাজ করে তার জন্য মজুরি দাবি করলেও সে দাবি পূরণ করার সক্ষমতা তাদের পরিবারগুলোর আছে কিনা সেটাও ভাবতে হবে। এভাবে গতর খেটে মজুরি না নিয়ে তারা তাদের Reproduce করার কৌশল গ্রহণ করে। এটাই স্বাভাবিক। যতদিন একটি দেশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্চতর পর্যায়ে পৌছতে না পারে, ততদিন এমন একটি অবস্থা বহুলাংশে বহাল থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বহুল পরিচিত বামপন্থী গবেষণা পত্রিকা Monthly Review-তে পড়েছিলাম, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে নারীরা এখন মজুরির বিনিময়ে যেসব কাজ করে সেগুলো বস্তুত গৃহস্থালি থেকে বাজারে স্থানান্তরিত হয়েছে। যেমন, নার্সিং, স্কুলে শিক্ষকতা অথবা হোটেল-রেস্তোরাঁয় রান্না-বান্নার কাজ। দেখা যাচ্ছে সেসব দেশেও শ্রমবাজারে লিঙ্গ ভেদ রয়েছে। এ ছাড়াও সমপরিমাণ কাজের জন্য নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পায়। এখন অনেক দেশের সামরিক বাহিনীতে নারীরা নিযুক্ত হচ্ছে। সেখানেও নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীসুলভ কাজ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে নারী তাদের কাজের জন্য মূল্যায়িত হবে কিনা এবং কতটা মূল্যায়িত হবে সেটা নির্ভর করছে একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে কতটা উন্নত, সে দেশের বাজার ব্যবস্থা কতটা বিকশিত এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য কতটা হ্রাস পাচ্ছে এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নারীর গৃহস্থালির কাজকে কতটা আয়ত্বাধীন্ করছে— এসবের ওপর। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল, নারীর স্নেহ-মমতা এবং যত্নের মধুর স্পর্শকে আমরা কীভাবে পূরণ করব? এবং একে ধরে রাখতে না পারলে সমাজকে কত বড় মূল্য দিতে হবে?

ড. মাহবুব উল্লাহ : *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক*

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:28-10-2014 Page 06 Col 1-2 Size:20 Col*Inc

নারীর কাজ

নারী প্রতিটি পরিবারের মূল ভিত্তি। নারীর কাজ পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে যেমনটি সহায়তা করে, তেমনটি আর কারও নয়। সম্প্রতি বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের" (সিপিডি) গবেষণায় জানা গেছে, পরিবারের একজন নারী ১২ দশমিক একটি কাজ করেন; অপরদিকে পুরুষ করেন ২ দশমিক ৭টি কাজ। নারীর তুলনায় পুরুষ অনেক কম কাজ করেন। অথচ সংসারে নারীর কাজের কোন মূল্যায়ন নেই, স্বীকৃতি নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের মনে ছোট থেকে এমন একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যেন নারীর জন্যই হয়েছে সংসারের সব কাজ করার জন্য। কোন কোন সচ্ছল পরিবারে হয়ত পরিবারের কর্ত্রীর সহায়তার জন্য রয়েছে 'কাজের মেয়ে।' কিন্তু বেশিরভাগ গৃহকর্ত্রীকে একাই সামলাতে হয় সংসারের সব দায়িত্ব ও কাজ। আমাদের দেশে নারী ঘরের যে কাজ করেন, তা দেশের মোট জিডিপির ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশের সমান। টাকার অঙ্কে তা ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা। এমন অনেক সংসার আছে যেখানে নারী বাইরে চাকরি করে অর্থ উপার্জন করেন আবার ঘরের কাজও করেন পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। এসব কথা বিবেচনা করতে গেলে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি সংসারে নারীর অবদান তুলনামূলকভাবে উন্নত বিশ্বের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু নারীর এ অবদানের স্বীকৃতি অনেক ক্ষেত্রে মেলে না। শুধু তাই নয়, অনেক সংসারেই নারীর প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা নেই। স্বামী বা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে যে সহানুভূতি ও মমত্ববোধ পাওয়ার কথা তারা তা পান না। এটা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। এই বৈষম্য থেকে কবে মুক্তি পাবে এ দেশের নারী?

শত শত বছর ধরে এদেশের নারীরা বঞ্চনা, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। একবিংশ শতকে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর সাফল্য পুরুষের তুলনায় বেশি। কিন্তু সংসারে নারী তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা এখনও পায়নি। রাজধানী ও মফস্বলে অনেক পরিবারে অনেক চাকরিজীবী নারী তাদের স্বামীকে নিজেদের বেতনের অংশ দিতে বাধ্য হয়। কখনও বখাটে সন্তানরা অর্থ ছিনিয়ে নেয় চাকরিজীবী মায়ের কাছ থেকে। এসব অন্যায় থেকে নারীকে রক্ষা করবে কে? সংসারের জন্য আত্মত্যাগ করেও বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক পরিবারেই সন্তানরা তার বৃদ্ধা মায়ের ভরণ পোষণ করে না। সংসারে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। নারীর মর্যাদাই দেশের মর্যাদা, নারীর উন্নয়ন দেশের উন্নয়ন- সর্বক্ষেত্রে এই বোধ সমুন্নত রাখা জরুরী।

সংসারে নারী তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা এখনও পায়নি

সংসার জীবনে নারীকে কঠিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়। নারীর কষ্ট ও শ্রম লাঘবের দায়িত্ব পুরুষের। রান্না, বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, সন্তানদের পরিচর্যা থেকে শুরু করে প্রায় সব কাজ বিদেশে নারীর পাশাপাশি পুরুষরাও করে থাকে। বাংলাদেশে এ ধরনের কাজ কেউ করলেও সবারই এসব কাজে এগিয়ে আসা উচিত। এর ফলে নারীর কষ্ট ও শ্রম যেমন লাঘব হবে, তেমনই তাদের সামাজিক সম্মানও সুরক্ষিত হবে।

বণিক বার্তা
Date:27-10-2014 Page 04 Col 1-2 Size: 10 Col*Inc

স্বীকৃতিহীন নারী শ্রম

জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত

শনিবার রাজধানীতে আয়োজিত এক সংলাপ অনুষ্ঠানে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) যে গবেষণা উত্থাপন করেছে, তা নীতিনির্ধারকদের আমলে নেয়া উচিত। গতকালের *বণিক বার্তা*সহ নানা পত্রপত্রিকায় এ-সংক্রান্ত যে খবর প্রকাশ হয়েছে, তা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান, দেশে নারীর সিংহভাগ শ্রমই স্বীকৃতিহীন। জানা গেছে, কেবল ২০১৩-১৪ অর্থবছরেই জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না নারী কর্তৃক সম্পাদিত এমন কাজের প্রাক্কলিত অংশ জিডিপির আনুমানিক ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশ; অর্থের হিসাবে যা ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার সমান। সার্বিক পরিস্থিতি থেকে গবেষকরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, উল্লিখিত কাজের মূল্যমান নারীর মোট আয়ের আড়াই থেকে তিন গুণ অর্থাৎ বাজার বিবেচনায়ও মোট কাজের এক-তৃতীয়াংশের পারিশ্রমিক পাচ্ছেন নারীরা। আরো বড় কথা হলো, তাদের অদৃশ্য আড়াই-তিন গুণ অবদান বছরের পর বছর রয়ে যাচ্ছে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির বাইরে। এ স্থিতাবস্থার নিরসনই কাম্য। কেননা সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য দেখানোর পর নারীর অবদান পায়ে দলে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে।

নারীর এ অবদানের স্বীকৃতি পেতে গবেষণায় একাধিক সুপারিশ করা হয়েছে। সেগুলো গুরুত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা ভেবে দেখবেন বলে প্রত্যাশা। আড়াল হয়ে থাকা নারীর ওই শ্রম জিডিপিতে যুক্ত হলে তা সামগ্রিক অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে বৈকি। এতে নারীরা উৎসাহিত হবেন বৃহত্তর অবদান রাখতে। খেয়াল করার মতো বিষয়, অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে, এ বাস্তবতা বিশেষজ্ঞরা এড়িয়ে যাচ্ছেন না। তবে কেমন নীতিকাঠামোর মধ্য দিয়ে অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা যাবে, সে বিষয়ে অগ্রগতি নেই বললেই চলে। এদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। সেজন্য প্রয়োজনে জাতীয় আয়-হিসাব ব্যবস্থায় পরিবর্তনও আনা যেতে পারে। পাশাপাশি বিশেষ উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে গৃহস্থালিতে নারীর স্বীকৃতিহীন কাজের ভার লাঘবে। তথ্যমতে, জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না— প্রতিদিন নারীরা এমন কাজ করেন গড়ে ১২ দশমিক ১টি, পুরুষের বেলায় সংখ্যাটি ২ দশমিক ৭। এমনিতেই সাংসারিক ও সামাজিক কিছু কারণে নারীরা পরিবারে শ্রম বেশি দিয়ে থাকেন। তবে এর কিছু ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যেগুলো দূর হলে মূল ধারার উৎপাদনেও নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে বৈ কমবে না। বাড়তি সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এসব ইস্যুর প্রতি কর্তৃপক্ষের যুক্তিসঙ্গত মনোযোগ দাবিই করবেন সবাই।

যায়যায়দিন
Date: 27-10-2014 Page 6, Col 1-2 Size: 14 col*inc

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার নারীদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে

সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নারীরা বৈষম্যের শিকার হয়, এর সঙ্গে সঙ্গে নারীরা যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হতে থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহেই উদ্বেগজনক। আমরা মনে করি রাষ্ট্রের যথাযথ পদক্ষেপ নিশ্চিত করে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে। যখন এমনটি জানা যাচ্ছে যে, নারীরা যে কাজ করেন, তার মাত্র চার ভাগের এক ভাগ জাতীয় আয়ে যোগ হয়। আর এক নারীর প্রতিদিন গড়ে ১২ দশমিক ১টি কাজ জাতীয় আয়ে যোগ হয় না, তখন বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। কেননা এসব কাজের বার্ষিক মূল্য মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৮৭ দশমিক ১ শতাংশের সমান।

গত শনিবার রাজধানীতে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানা যায়, পুরুষের তুলনায় নারীর ৩ গুণ সময় জাতীয় আয়ে যোগ হয় না। একজন নারী প্রতিদিন হিসাবের বাইরে ৭ দশমিক ৭ ঘণ্টা কাজ করে। সংখ্যায় তা ১২ দশমিক ১টি। এমনকি গ্রাম-শহর দুই জায়গাতেই এ ব্যবধান রয়েছে। তবে হিসাবের বাইরে পুরুষের কাজ মাত্র ২ দশমিক ৭টি। অথচ এটা মনে রাখা দরকার, দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষই নারী। ফলে নারীদের বাদ দিয়ে সরকার বা অর্থনীতি কোনো কিছুই সফল হতে পারে না। নারীর ক্ষেত্রে সবধরনের বৈষম্য দূর করতে এখনই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, দেশের অগ্রগতি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেকটি বিষয়ের দিকেই মনোযোগী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কেননা একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে না পারলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। যে দেশে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, সংসদ স্পিকার থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নারীরা সফলতার সঙ্গে কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে এবং কাজের ক্ষেত্রে নারীরা কোনো অংশে পিছিয়েও নেই, সেখানে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে না পারলে তা দেশ ও মানুষের জন্য কোনোভাবেই ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে না। এটা ঠিক যে, সরকার নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু সেই প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারকে যেমন সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, তেমনিভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে হবে। আমরা চাই, জাতীয় আয়ে অবদানের স্বীকৃতি দিতে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর মজুরিভিত্তিক অংশগ্রহণ বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত হোক। আর স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর করতে প্রয়োজনে কঠোর নির্দেশনা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সরকার নারীকে মাতৃত্বকালীন ৬ মাস ছুটি দিলেও অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তা কার্যকর করেনি। যা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

নারীকে যথাযথ মূল্যায়নে সিপিডির পক্ষ থেকে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, জাতীয় আয়ের হিসাব ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে নারীর অবৈতনিক কাজের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা। আর এ ক্ষেত্রে মূল্যায়নের পদ্ধতি ঠিক করতে সরকার অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, অ্যাডভোকেসি গ্রুপসহ সব পক্ষের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি, সরকার এই সুপারিশগুলো বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবে। আর এটা বলাই বাহুল্য, শ্রমবাজারে নারীর পারিশ্রমিক তুলনামূলকভাবে কম, ফলে এই বৈষম্য কমাতে সরকারের পক্ষ থেকে আইন করা উচিত বলে যে সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে তাও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে নারীর সঠিক মূল্যায়ন জরুরি। আর সে জন্য নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

যুগান্তর
Date: 27-10-2014 Page 4, Col 1-2 Size: 10 col*inc

নারীর হিসাববহির্ভূত কাজ

যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক জরিপ প্রতিবেদনে এ দেশের একজন নারী প্রতিদিন হিসাবের বাইরে ৭ দশমিক ৭ ঘণ্টা কাজ করে থাকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় আয়ে যোগ না হওয়া এ কাজের বার্ষিক মূল্য জিডিপির ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশ। নারীর কাজের যথাযথ মূল্যায়নের পাশাপাশি নারী নির্যাতন ও নারীর ওপর অবিচার বন্ধে সরকারের আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মেয়েশিশু দিবস উপলক্ষে শনিবার যুগান্তর-নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় এ বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, বস্তুত তিন জায়গায় নারী ও কন্যাশিশুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এগুলো হল— প্রথমত, পরিবার, দ্বিতীয়ত, যাতায়াতের পথ এবং তৃতীয়ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, নারীর ক্ষমতায়ন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়নে দেশ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। স্বীয় যোগ্যতাবলে দেশের প্রধানমন্ত্রী, সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও স্পিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক পদেই আজ নারীরা আসীন। তবু এ কথা সত্য, এখনও দেশের অনেক স্থানে সালিশ-বিচারের নামে নারীরা নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের অবস্থান আরও শক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মানব সভ্যতাকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নারীদের বিরাট অবদান রয়েছে। মেধা আর শ্রমে, আত্মত্যাগ আর বাৎসল্যে এ সমাজের চাকা সচল রেখেছে যারা, সেই নারীর জীবন, মর্যাদা ও মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা কোনোমতেই কাম্য নয়। বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের ধারণাকে সামনে রেখে নারী ও শিশুবিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়েছে। পাশাপাশি মহিলা বিষয়ক অধিদফতর এবং বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা নারী উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শুধু রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নারী অধিকার ও উন্নয়ন আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেছে এবং আন্দোলনে সমর্থন প্রদান করেছে। এটি আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, নারী উন্নয়নে বিনিয়োগ দেশের উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নততর স্বাস্থ্য এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখে। কাজেই নারীকে নিপীড়ন ও নির্যাতন করে, নারীকে অন্ধকারে রেখে কোনো জাতির পক্ষেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন চূড়ায় আরোহণ করা সম্ভব নয়। এ সত্য উপলব্ধি করে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যাবে— এটাই প্রত্যাশা।

মানবকণ্ঠ
Date: 27-10-2014 Page 4, Col 1-2 Size: 10 Col*Inc

নারীর বিনিয়োগকৃত শ্রম মূল্যায়ন করুন

কর্মজীবী কিংবা একজন সাধারণ গৃহিণীকেই ঘর-গৃহস্থালির সব কাজ সম্পন্ন করতে হয়। যদিও বা নারী সানন্দেই এসব কাজের ভার মাথা পেতে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালন করে যান। কিন্তু দুঃখজনক হলো, নারীর এসব কাজের কোনো মূল্য পরিশোধ করা তো হয়ই না, মূল্যায়িতও হয় না। অথচ এসব কাজে নারী যে পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগ করেন প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে এর মূল্য জিডিপির প্রায় ৭৮ শতাংশের সমান এবং গ্রহণযোগ্য মূল্য পদ্ধতিতে এর পরিমাণ জিডিপির ৮৭ দশমিক ২৭ শতাংশ। নারীর এই অবদান জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত না করাও নারীর কাজকে অবমূল্যায়ন করারই নামান্তর বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টজনদের অনেকেই। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) পরিচালিত এক গবেষণা জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। ২৫ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে অনুষ্ঠেয় সংলাপ অনুষ্ঠানে জরিপ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। ২৬ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মানবকণ্ঠসহ সহযোগী সবক'টি দৈনিকে সংবাদটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫ বছর বা তার উর্ধ্বে মোট ১৩ হাজার ৬৪০ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণাটি চালানো হয়েছে। আট হাজার ৩২০ জন নারী এবং পাঁচ হাজার ৩২০ জন পুরুষ জরিপে অংশ নেন। দেশের ৬৪টি জেলার পাঁচ হাজার ৬৭০টি থানায় এই জরিপ চালানো হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে জরিপটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অবদানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরল। সেই সঙ্গে নারীর স্বেচ্ছাশ্রম যে কোনোভাবেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার নয়—এই সত্যটিকেও সবার সামনে নিয়ে এলো। সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীদের আরো ক্ষমতায়নের জন্য কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন বন্ধ, চাইল্ড কেয়ার সেন্টার নির্মাণ, শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারি খাতের মতো বেসরকারি খাতেও মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করা, নারী শিক্ষাবৃত্তির ব্যাপ্তি আরো বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হলে এর সুফল রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে যে আরো ফলদায়ক হতো তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়িত্বশীলরা এসব ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন। অথচ জাতীয় আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় না, এমন কাজ নারীরা পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি করেন। নারী-পুরুষের কাজের প্রকৃত বিন্যাস নির্ধারণের জন্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীনে নিয়মিত জরিপ সম্পাদনা করা, জাতীয় আয়ে নারীদের অবৈতনিক কাজের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা, নারী গৃহস্থালি কাজের চাপ কমানোর জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং চাইল্ড কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা উচিত বলে গবেষণার সুপারিশে বলা হয়েছে। সুপারিশে কর্মক্ষেত্রে নারীদের মজুরি বৈষম্য দূর করার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। উন্নয়নমূলক নানা কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ততা দিন দিন বাড়ছে। যে কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়নে এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। তাদের মেধা ও শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করা হলে তারা আরো আগ্রহের সঙ্গে যে কোনো গঠনমূলক কাজে নিজেদের সংযুক্ত করতে এগিয়ে আসবেন। আমরা আশা করি, রাষ্ট্র এ ব্যাপারে খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। উন্নয়নমূলক নানা কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ততা দিন দিন বাড়ছে। যে কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়নে এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। তাদের মেধা ও শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করা হলে তারা আরো আগ্রহের সঙ্গে যে কোনো গঠনমূলক কাজে নিজেদের সংযুক্ত করতে এগিয়ে আসবেন। আমরা আশা করি, রাষ্ট্র এ ব্যাপারে খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে।

The News Today
Date: 27-10-2014 Page 4, Col 1-2 Size: 10 Col*Inc

Household work by women

The value of unpaid household work of Bangladeshi women is equivalent to as much as 87.2 percent of last fiscal year's GDP, says a study conducted by the Centre for Policy Dialogue (CPD). The government should focus on changing the estimation practice of System of National Accounting so that women's unaccounted activities are reflected in the GDP. The study is titled Estimating Women's Contribution to the Economy: the Case of Bangladesh. The study, commissioned by Manusher Jonno Foundation (MJF), was launched on Saturday (25th October) at a programme in a city hotel with the aim of raising the status of women in society.

A large chunk of women's unpaid activities remains unaccounted in the economy. As a result, macroeconomic policymaking can be misleading and discriminatory towards women. Based on the replacement cost method, the estimated value of women's unpaid work is equivalent to 76.8 percent (Tk 594,845 crore in constant prices) of the GDP in FY 2013-14. Based on the willingness to accept method, the corresponding estimate was equivalent to 87.2 percent (Tk 675,398 crore in constant prices) of the GDP in FY 2013-14.These figures are 2.5 to 2.9 times higher than the total of women's paid services. Replacement cost is a method which measures how much money one would pay monthly if s/he were to hire someone to do the household chores. In willingness to accept method, the value is calculated on how much money one wishes to pay for all unpaid works that s/he does daily. It has been the experience that women's work generally remains unrecognised, unpaid, unmeasured and invisible.

অর্থনীতি প্রতিদিন

Date: 27-10-2014 Page 4 Col 1-2 Size: 10 Col*Inc

নারীর শ্রমমূল্য

নারী অধিকারের নামে যত কথাই বলা হোক না কেন, এ দেশে স্বীকৃতিরও বাইরে থেকে যায় তাদের মোট কর্মের প্রায় সবটুকুই। বিবেচনায় নেয়া হয় না নারীদের এমন কাজের বার্ষিক মূল্য নয় লাখ ১২ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা। নারীদের পরিশোধ করা হয় না এমন কাজের অর্থনৈতিক মূল্য মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৭৬ দশমিক ৮ শতাংশ। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক জরিপে উঠে এসেছে এ তথ্য। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ১২টি এমন কাজ সম্পন্ন করেন, যা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। এমন কাজের প্রাক্কলিত বার্ষিক মূল্য জিডিপির প্রায় ৭৬ শতাংশ থেকে ৮৭ শতাংশের সমান। এসব কাজের মূল্যমান নারীদের লব্ধ মোট আয়ের আড়াই থেকে প্রায় তিন গুণ। এ ছাড়া জিডিপিতে বিবেচনায় নেয়া হয় না এ রকম কাজের ক্ষেত্রে ১৫ বছরের বেশি বয়সের একজন নারী একই বয়সের একজন পুরুষের তুলনায় তিন গুণ বেশি কাজ করেন। এসব কাজে প্রতিদিন একজন নারী যেখানে ৭ দশমিক ৭ ঘণ্টা ব্যয় করেন, সেখানে একজন পুরুষ ব্যয় করেন মাত্র আড়াই ঘণ্টা। এ ব্যবধান গ্রাম ও শহর সবখানেই।

বাংলাদেশ বর্তমানে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। কৃষি, শিল্প, উদ্যোক্তা, অফিস-আদালতসহ সব কর্মক্ষেত্রেই নারীরা কাজ করছেন। বলা যায়, বাংলাদেশে অসংখ্য নারী উন্নত বিশ্বের নারীদের চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করেন। তাকে অফিস বা বাইরের কর্মক্ষেত্র সামলে ঘরের কাজও করতে হয়। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে গৃহস্থালি কাজের শ্রমমূল্য সংযোজিত হয় না। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে নারীর মজুরি তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের হিসাব কম আসে। এমন পরিস্থিতি নারী-পুরুষের বৈষম্য কেবল বাড়িয়েই দিচ্ছে। অথচ নারীর অবদানের স্বীকৃতিটুকুও যদি পুরোপুরি মিলত, তাহলে সমাজের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত। এ অবস্থায় অবশ্যই নারীর গৃহস্থালি শ্রমমূল্যকে জিডিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতীয় হিসাবব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা উচিত, গৃহস্থালির কাজের ভার কমানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, নারীর মজুরি বৃদ্ধি করা উচিত। প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে নারীদের কীভাবে আরো বেশি মাত্রায় সম্পৃক্ত করা যায়, সেদিকে বেশি নজর দিতে হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা স্পষ্ট করেই বলা আছে। লিঙ্গ-সমতার ক্ষেত্রে বিশ্বে আট নম্বর অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এরপরও দেখা যাচ্ছে নারী-পুরুষের বৈষম্য সমাজে এখনো বিদ্যমান। নারীদের দৈনন্দিন যেসব কাজ জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না, সেসব কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে জিডিপির পরিমাপে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, নারী ও পুরুষের কাজের বৈষম্য দূর করবে – এটাই আমাদের প্রত্যাশা।